দেশ-বিদেশ

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু

মির্জাপুর, ২৪ এপ্রিল ঃ উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হযেছে এবং বহু মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার রাত প্রায় ৮টা ২০ মিনিটে ড্রামন্ডগঞ্জ থানার অন্তর্গত বারকমোর এলাকার একটি জাতীয় সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পরপরই একটি গাড়িতে আগুন লেগে যায়, যার ফলে ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীরা জীবন্ত পুড়ে মারা যান। মৃতদের মধ্যে চারজন শিশু থাকায় এই ঘটনাটি আরও হৃদয়বিদারক হয়ে উঠেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে নামার সময় একটি ভারী ট্রাকের ব্রেক হঠাৎ বিকল হয়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা ট্রাকটি সামনে থাকা আরেকটি ট্রাককে সজোরে ধাক্কা মারে। এই প্রথম সংঘর্ষের পরপরই পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং একের পর এক গাড়ি এতে জড়িয়ে পড়ে। একটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি দুটি ট্রাকের মাঝখানে আটকে পড়ে এবং আরও একটি গাড়ি এসে তাতে ধাক্কা দেয়। ফলে একাধিক যানবাহনের মধ্যে চেইন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষের কিছুক্ষণের মধ্যেই আটকে পড়া একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, প্রথমে গাড়ির টায়ার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং পরে তা দ্রুত জ্বালানি ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরো গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে ভিতরে থাকা যাত্রীরা বেরিয়ে আসার কোনো সুযোগ পাননি। গাড়িটি এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছিল যে দরজা খুলে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই গাড়িতে মোট নয়জন যাত্রী ছিলেন এবং সকলেই ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। তাঁদের অধিকাংশই মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছিলেন এবং দেহগুলি শনাক্ত করাও কঠিন হয়ে পড়ে। চারজন শিশু সহ পুরো একটি পরিবারের মৃত্যু এলাকায় শোকের ছায়া ফেলে দিয়েছে। স্থানীয় মানুষজন এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করলেও আগুনের তীব্রতার কারণে খুব বেশি কিছু করার সুযোগ ছিল না। দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকগুলির মধ্যে একটি ট্রাকের চালক ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্য এক ট্রাক চালক গুরুতরভাবে আহত হন এবং তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিসকদের মতে, তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক এবং তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে লড়াই করছেন। দমকল বাহিনী এবং পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট সময় লেগে যায়। সড়কে যানজটের কারণে উদ্ধারকারী গাড়িগুলির পৌঁছাতে বিলম্ব হয়, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে সবকিছু প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মির্জাপুরের পুলিশ সুপার অপরণা রজত কৌশিক জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে ব্রেক ফেল হওয়াকেই দুর্ঘটনার মূল কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। তবে তিনি আরও জানান, ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এতে অন্য কোনো কারণ, যেমন অতিরিক্ত বোঝাই, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের অভাব বা চালকের অসতর্কতা জড়িত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ ও ঘটনার ক্রম নির্ধারণের চেষ্টা করছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গাড়িগুলির কাগজপত্র, চালকদের লাইসেন্স এবং অন্যান্য নথিও পরীক্ষা করা হচ্ছে, যাতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে কি না তা জানা যায়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আবারও উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ি এবং দুর্ঘটনাপ্রবণ সড়কগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন যে এই ধরনের এলাকায় ভারী যানবাহনের জন্য কঠোর নিয়ম এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নিহতদের পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল এবং থানায় ভিড় জমাতে শুরু করেন। প্রিয়জনদের হারানোর শোকে ভেঙে পড়েন অনেকেই। বিশেষ করে শিশুদের মৃত্যুর খবর পুরো এলাকাকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই দুর্ঘটনা শুধু একটি সড়ক দুর্ঘটনা নয়, এটি একটি বড় সতর্কবার্তা-যেখানে অবহেলা, যান্ত্রিক ত্রুটি এবং নিরাপত্তার অভাব একসঙ্গে মিলে এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রশাসনের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তা নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে যথাযথ সহায়তা প্রদান করা।

বিকাজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শিবরতন আগরওয়াল 'ফন্না বাবু'র মৃত্যু

বিকানের, ২৩ এপ্রিল (হি.স.)ঃ বিশ্ববাজারে বিকানেরি ভুজিয়াকে নতুন পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালনকারী বিকাজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শিবরতন আগরওয়াল, যিনি 'ফন্না বাবু' নামে পরিচিত ছিলেন, বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ে প্রয়াত হয়েছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তাঁর স্ত্রী-র হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি চেন্নাইয়ে অবস্থান করছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটসহ বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী জৈন মহাসভার সভাপতি কনহাইয়ালাল বোথরা জানিয়েছেন, ফন্না বাবুর মৃত্যুতে কেবল বিকানের নয়, সমগ্র রাজস্থানের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর উদ্যোগে বিকাজি ব্র্যান্ড আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে এবং বিকানেরের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যপণ্য বিশ্ববাজারে পৌঁছে যায়। পরিবার সূত্রে আরও জানা গেছে, প্রয়াত শিল্পপতির মরদেহ চার্টার্ড বিমানে বিকানেরে আনা হচ্ছে এবং শুক্রবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিরোধীদের কড়া আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.)ঃ দেশের একাধিক রাজ্যে ভোটের প্রাক্কালে মহিলা সংরক্ষণ বিলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল। বৃহস্পতিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে তাদের 'মহিলা বিরোধী' বলে আখ্যা দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ' শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। তিনি দাবি করেন, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে সংবিধানের ১২৮তম সংশোধনী বিল হিসেবে এটি পাশ হয় এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে ১০৬তম সংবিধান সংশোধনী আইনে পরিণত হয়। তবে সাম্প্রতিক বিশেষ অধিবেশনে সংশোধিত রূপে বিলটি পুনরায় সংসদে উত্থাপন করা হলেও তা পাশ করানো সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভোটাভুটিতে বিলটির পক্ষে ২৯৮টি ভোট পড়লেও বিপক্ষে পড়ে ২৩০টি ভোট, ফলে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন না মেলায় বিলটি পাশ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এই বিল কার্যকর করতে কিছু কাঠামোগত সংশোধনের প্রয়োজন ছিল, যার জন্য ২০২৬ সালের এপ্রিলে সংশোধনী আনা হয়। এর পাশাপাশি, পুরুষদের আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে ১৩১তম সংশোধনী বিল হিসেবে বিষয়টি সংসদে তোলা হয়। তিনি অভিযোগ করেন, ইন্ডি জোটের বিরোধীতার কারণেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করা যায়নি। তাঁর কথায়, বিরোধীরা শুধু মহিলাদেরই নয়, গোটা দেশকেই বঞ্চিত করেছে। তারা আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতি করে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেস মহিলাদের স্বার্থ উপেক্ষা করেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে মুসলিম মহিলাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ করে মুসলিম মহিলাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছেন।

কক্সবাজারে নিখোঁজের তিন দিন পর উদ্ধার হিন্দু সন্ন্যাসীর মরদেহ

রাজীব দে,ঢাকা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.)ঃ বাংলাদেশের কক্সবাজারের সদর উপজেলার খুরুশকুল ইউনিয়নের ঘন জঙ্গল থেকে নিখোঁজের তিন দিন পর হিন্দু সন্ন্যাসী নয়ন দাশের (নয়ন বিশ্বাস) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। খুরুশকুল পূর্ব হামজার ডেইল এলাকায় পাহাড়ের ভেতরে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতের শরীরে আগুনে পোড়ানোর মতো ঝলসানো জখম স্পষ্ট।নিহত নয়ন দাশ চট্টগ্রামের পটিয়া এলাকার বাসিন্দদা। গত দুবছর ধরে তিনি খুরুশকুলের ' সার্বজনীন শিব-কালী মন্দির'-এ আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন।

NAME CHANGE

I, Sekh Kaif @ Kaif SK S/O- Sekh Kuddus resident of Vill- Metedanga, P.O.- Khandaghosh, P.S.- Khandaghosh, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713142, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK KAIF vide Affidavit No.-2319 dated 24/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Sekh Kaif, Kaif SK and SK Kaif all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anwesha Saha W/O- Ambikaprasanna Saha resident of Vill- Uttar Ramnagar, P.O.- Uttar Ramnagar, P.S.- Ausgram, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713152, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ANWESHA ADHIKARY SAHA vide Affidavit No.-2317 dated 24/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Anwesha Saha and Anwesha Adhikary Saha both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Momtaz Begum @ Mamtaj SK W/O- Kuddus Sekh @ Sekh Kuddus resident of Vill- Metedanga, P.O.- Khandaghosh, P.S.- Khandaghosh, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713142, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MAMTAJ SEKH vide Affidavit No.-2318 dated 24/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Momtaz Begum, Mamtaj SK and Mamtaj Sekh all are same and one identical person.

বিস্ফোরণ হুমকিতে কাঁপছে উত্তর ভারত
প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা, পাঞ্জাব-হরিয়ানায় জারি সর্বোচ্চ সতর্কতা

চণ্ডীগড়, ২৪ এপ্রিলঃ উত্তর ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নতুন করে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে, যখন পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা রাজ্যের পুলিশ ও গোয়ে.ঃদা সংস্থাগুলি একটি ভয়াবহ হুমকিমূলক ইমেল পায়। সেই ইমেলে দাবি করা হয়েছে যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং একাধিক শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা রয়েছে। একইসঙ্গে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বিভিন্ন রেলপথে সমন্বিত বোমা হামলারও হুমকি দেওয়া হয়েছে, যা গোটা অঞ্চলে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ওই ইমেলে ২৪ এপ্রিল শুক্রবার বড়সড় হামলার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে রেললাইন, ব্যস্ত স্টেশন এবং জনবহুল এলাকাগুলিকে টার্গেট করার কথা বলা হয়েছে। লুধিয়ানা, অমৃতসর, বাথিন্ডা এবং ফিরোজপুর-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির নামও এই হুমকির তালিকায় রয়েছে। ইমেলে দাবি করা হয়েছে, এই হামলায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি হতে পারে-যা পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করে তুলেছে। এই হুমকি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাব ও হরিয়ানার নিরাপত্তা বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। দুই রাজ্যের পুলিশ যৌথভাবে সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ শুরু করেছে। গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল, ডগ স্কোয়াড ও বিশেষ টাস্ক ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। রেলপথের বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় ২৪ ঘণ্টা নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই হুমকিকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পাঞ্জাব একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় বরাবরই এটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান-এর সঙ্গে সীমানা সংলগ্ন হওয়ার কারণে অতীতে বহুবার অস্ত্র পাচার, মাদক চোরাচালান এবং গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রেক্ষাপটে এই ধরনের হুমকি গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। গত এক বছরে একাধিকবার আন্তর্জাতিক সীমান্তে ড্রোন ধরা পড়েছে, যা সীমান্ত পেরিযে. পাঠানো হযেছিল বলে সংঃদহ করা হয়। এসব ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্র বা বিস্ফোরক পাচারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে বর্তমান হুমকিটি বৃহত্তর কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইমেলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে একাধিক শহরে একযোগে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও এই হুমকির সত্যতা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি, তবুও সাইবার ফরেনসিক দল ইতিমধ্যেই ইমেলের উৎস খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি চেষ্টা করছে এটি শুধুই ভুয়ো আতঙ্ক নাকি বড়সড় সন্ত্রাসী পরিকল্পনার অংশ। দুই রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। সেখানে রেল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। নিরাপত্তা জোরদার করতে সরকারি ভবন, পরিবহন কেন্দ্র এবং ধর্মীয় স্থানে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় সড়ক ও আন্ত ঃরাজ্য সীমান্তে হঠাৎ চেকিং বাড়ানো হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। যাত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছে, সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানাতে। স্টেশনগুলির সিসিটিভি ক্যামেরাগুলিতে কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং সংবেদনশীল রুটগুলিতে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলও বাড়তি নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের উদ্দেশ্যে একাধিক হুমকি এসেছে। গত বছর মুম্বই-তে একটি ফোনকলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উপর হামলার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল, যদিও পরে সেটি ভুয়ো প্রমাণিত হয়। ২০২২ সালেও বিভিন্ন শহরে হামলার হুমকি দিয়ে একাধিক ইমেল পাঠানো হয়েছিল, যেগুলির বেশিরভাগই পরে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। তবে নিরাপত্তা আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো হুমকিকেই অবহেলা করা যাবে না। বিশেষ করে যখন তা রেলপথের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোকে লক্ষ্য করে এবং ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা তৈরি করে, তখন সতর্ক থাকা ছাড়া উপায় নেই। বর্তমানে পাঞ্জাব ও হরিয়ানাজুড়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা হয়েছে। প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হলো সম্ভাব্য কোনো হামলা প্রতিরোধ করা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা। সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ দ্রুত নজরে আসে এবং বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়।

সুপ্রিম কোর্টে উত্তপ্ত আইপ্যাক মামলা

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিলঃ দেশের অন্যতম আলোচিত আইনি মামলাগুলির মধ্যে একটি, আইপ্যাক-সংক্রান্ত তদন্তকে ঘিরে সুপ্রিম কোর্ট-এ তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর ভূমিকা এবং তদন্ত পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুনানিতে উভয় পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়, যা আবারও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে চলমান টানাপোড়েনকে সামনে নিয়ে এসেছে। এই মামলার শুনানি পরিচালনা করেন বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র। রাজ্যের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী মেনাকা গুরুস্বামী, যিনি কেঃদ্রীয়.সংস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন, ইডি তাদের তদন্ত প্রক্রিযাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে এবং বিচারব্যবস্থাকে একটি রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছানোর মঞ্চ হিসেবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। গুরুস্বামী আদালতে যুক্তি দেন যে, মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে, অথচ একইসঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এমন সব যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে যা আইনের ব্যাখ্যাকে অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত করছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, বিচারব্যবস্থার মর্যাদা বজায় রাখা জরুরি এবং এটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করা উচিত নয়। তাঁর কথায়, এটি বিচারিক ক্ষেত্রের অপব্যবহার-এর শামিল। অন্যদিকে, কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, এই তদন্ত একটি গুরুতর আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, যার পরিমাণ প্রায় ২,৭০০ কোটি টাকা। অভিযোগ অনুযায়ী, এটি একটি কয়লা পাচার চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা দেশের অর্থনীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। মেহতা আদালতে জোর দিয়ে বলেন, ইডি কর্মকর্তারাও ভারতের নাগরিক এবং তাঁদেরও মৌলিক অধিকার রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, তদন্তের সময় তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে যে, বর্তমান পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা ড. বি.আর. আম্বেদকর-এর কল্পনারও বাইরে ছিল। শুনানির সময় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়, তদন্ত চলাকালীন ইডি কর্মকর্তাদের অভিযানে স্থানীয় পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। মেহতার বক্তব্য অনুযায়ী, পুলিশ দাবি করে যে অভিযানের আগে অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। পরে সেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং ঘটনাস্থলে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়, যা কেন্দ্রের মতে গুরুতর প্রক্রিয়াগত প্রশ্ন তোলে।

মেহতা আরও জানান, তদন্তের সময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যা এই আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তবে পরে স্থানীয় পুলিশ ওই অভিযানের বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে মামলা দায়ের করে। কেনেন্দ্রর মতে, এটি একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ, যার উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে বাধাগ্রস্ত করা। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্র আদালতের কাছে আবেদন জানায়, তদন্তের দায়িত্ব সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর হাতে তুলে দেওয়া হোক এবং পুরো প্রক্রিয়ার উপর আদালতের নজরদারি থাকুক। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মহাপরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আরও একটি বিতর্কিত বিষয় উত্থাপন করা হয়-প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার-এর রাজ্যসভার পদে নিয়োগ। মেহতা দাবি করেন, এই নিয়োগ জনজীবনের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং এটি একটি উদ্বেগজনক বিষয়। পুরো শুনানিতে স্পষ্ট হযে.ওঠে যে, কেঃদ্র ও রাজ্যের মধ্যে গভীর মতবিরোধ রয়েছে। একদিকে রাজ্য অভিযোগ করছে যে তদন্ত সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, অন্যদিকে কেন্দ্র দাবি করছে যে আইন প্রযো.গকারী সংস্থাগুলির কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট এই পরিস্থিতিতে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে। আদালত উভয় পক্ষের যুক্তি মনোযোগ দিয়ে শুনেছে এবং বিষয়টির বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য সময় নিয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো চূড়ান্ত রায় দেওয়া হয়নি, তবে এই মামলাটি দেশের রাজনৈতিক ও আইনি পরিসরে একটি বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মামলা শুধুমাত্র একটি আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্ত নয়, বরং এটি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, তদন্ত সংস্থার স্বাধীনতা এবং বিচারব্যবস্থার সীমারেখা নিয়ে একটি বৃহত্তর আলোচনার সূচনা করেছে। ভবিষ্যতে এই মামলার রায় দেশের প্রশাসনিক কাঠামো ও আইনি প্রক্রিয়ার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে।

পংজাব নৈশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কেল অফিস স্যাম, কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (৯ম তলা), ১১, হেমন্ত বসু সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেইলঃ cokolsouthsam@pnb.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

সংশোধনী

'আর্থিক সম্পদের জামানতকরণ ও পুনর্গঠন এবং জামানতি স্বার্থ বলবকরণ আইন, ২০০২'-এর বিধানাবলি এবং 'জামানতি স্বার্থ (বলবৎকরণ) বিধিমালা, ২০০২'-এর বিধি ৮ (৬)-এর শর্তাবলির আলোকে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে-এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে-জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি 'জামানতকৃত পাওনাদার'-এর নিকট বন্ধক / দায়বদ্ধ রয়েছে। ব্যাংক/ জামানতকৃত পাওনাদার-এর 'অনুমোদিত কর্মকর্তা' উক্ত সম্পত্তির গঠনমূলক/ ভৌত/ প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর নিকট থেকে ব্যাংক/ জামানতকৃত পাওনাদার-এর প্রাপ্য বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে, নিচে প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত তারিখে উক্ত সম্পত্তিটি **'যে অবস্থায় যেখানে আছে' , 'যে অবস্থায় যা আছে' এবং 'যা কিছু আছে'** - এই শর্তে বিক্রয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নিচে প্রদত্ত ছকে 'সংরক্ষিত মূল্য' এবং 'বায়না জমা'-এর পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

জামানতকৃত সম্পদসমূহের তফসিল

ক্রম নং	শাখার নাম হিসাবের নাম ঋণগ্রহীতা জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা হিসাব নম্বর, সম্পত্তির আইডি	বন্ধককৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / মালিকের নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা) অবস্থান স্থানাঙ্ক	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া অর্থের পরিমাণ গ) দখল হস্তান্তরের তারিখ ঘ) দখলের অবস্থা ঙ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি(ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ / সময় ঙ) দায়বদ্ধতা (যদি থাকে)
১.	শাখাঃ কলকাতা SSI (088010) **মিঃ আকাকুর সর্দার,** মৃত ননীলাল সর্দারের পুত্র, গ্রাম + পোঃ - খাসকুমরা খালি, তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- ক্যানিং, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন - ৭৪৩ ৩৭৬, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ 088010NC00000062 সম্পত্তি আইডিঃ PUNBAKAKURSARDAR	১০ শতক রূপান্তরিত বাস্তু জমির মধ্য থেকে ০৪ শতক জমি এবং তার ওপর অবস্থিত একতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । অবস্থানঃ গ্রাম + ডাকঘর + মৌজা - খাসকুমরাখালি তৌজি নং - ২৬৯২ / ২৫৩৪ পরগনা - সুন্দরবন এল.আর. দাগ নং - ২৪৪১ জে.এল. নং - ০৬৯ এল.আর. খতিয়ান নং - ৩০৬৬ আর.এস. খতিয়ান নং - ৪৩২, ৫০২ তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন থানা - ক্যানিং এ.ডি.এস.আর. - মাতলা জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ভবনটি তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মিত। দলিল অনুযায়ী মোট জমির পরিমাণ ৬১.৮৭৫ শতক। **সম্পত্তিটির মালিক শ্রী আকাকুর সর্দার** (পিতাঃ ননী সর্দার) তিনি ২০০৯ সালের I-০৪৯০১ নং দানপত্র মূলে এই সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হয়েছেন, যা এ.ডি.এস.আর. মাতলা-এর কার্যালয়ে (জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা) নথিবদ্ধ রয়েছে। অবস্থান (স্থানাঙ্ক)ঃ অক্ষাংশ ঃ ২২.৩৩৫১৪৫, দ্রাঘিমাংশ ঃ ৮৮.৬৫৪৪৩৭।	ক) ১৮.০১.২০২৫ খ) ৩১.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৮,২৩,২৮১.৮৬ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ০৮.০৪.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শুনানি সম্পন্ন) ঙ) প্রসেনজিত চৌধুরী (মোবাইল) ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ১৫,৭৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৮০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই
২.	শাখাঃ যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (১৫১৭২০) **মিঃ চঞ্চল দত্ত ও মিসেস শর্মিষ্ঠা দত্ত** 'মোহিনী মহল', ২২৬, ব্লক-ডি, শতাব্দী পার্ক, দাসপাড়া, মুকুন্দপুর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৯৯। অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ 0103300018638 সম্পত্তি আইডিঃ PUNBCHANCHALD	'মোহনী মহল' নামক তিনতলা ভবনের নিচতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত 'ফ্ল্যাট নং GA'-এর ওপর একটি ইকুইটেবল মর্টগেজ (বন্ধক)। ফ্ল্যাটটির সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ৬৯০ বর্গফুট, যা ২টি শোবার ঘর এবং ১টি বসার ও খাবার ঘর নিয়ে গঠিত এছাড়াও এতে ১টি রান্নাঘর এবং ১টি শৌচাগার রয়েছে। এই ফ্ল্যাটের সাথে উক্ত ভবনের সাধারণ ব্যবহার্য স্থান ও সুযোগ-সুবিধাসমূহের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের অন্তর্গত জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ ও সাধারণ সুবিধাসমূহও যুক্ত রয়েছে। সম্পত্তিটি হোল্ডিং নং ২২৬, অজয় নগর (দাসপাড়া শতাব্দী পার্ক, প্লট ৯ডি)- এ অবস্থিত দাগ নং ৪০ ও ৫৩ (আর.এস. দাগ নং ৪০, ৪০ / ৫৩) খতিয়ান নং ৩৮ (আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮ ও ৩১) জে.এল. নং ২৪ তৌজি নং ১৫১ প্লট নং ৯ থানা- পূর্ব যাদবপুর কলকাতা ৭০০ ০৯৯ জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির মালিকঃ **শ্রী চঞ্চল দত্ত ও শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা দত্ত** (বিক্রয় দলিল নং I-০৭৬১১, সাল ২০১০ অনুযায়ী)। অবস্থানঃ অক্ষাংশ ঃ ২২.৪৮৮৯০৫, দ্রাঘিমাংশ ঃ ৮৮.৪১২৬২৫	ক) ১৬.০৮.২০২৩ খ) ৩১.০৭.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ১১,৪৬,৫৬৮.৩২ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ২৩.০২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শুনানি সম্পন্ন) ঙ) প্রসেনজিত চৌধুরী (মোবাইল) ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ১৪,৫২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৫,২০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই
৩.	শাখাঃ কলকাতা বেহালা (১১২১১০) **মেসার্স ডে নাইট সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যালাইড সার্ভিসেস প্রা. লি.** পরিচালক ও জামিনদারগণঃ **মি. কায়ুম আলী ও মিসেস নাসীমা বেগম** ১৭৯, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ৭০০ ০৬১. অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ 11215015002593 সম্পত্তি আইডিঃ PUNBDAYNIGHTSEC	কলকাতা পৌরনিগম -এর ১২৮ নং ওয়ার্ডের অধীনস্থ ৩ কাঠা ১৪ ছটাক ৩১ বর্গফুট জমির ওপর নির্মিত একটি তিনতলা ভবনের নিচতলায় উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত, প্রায় ৪২২ বর্গফুট আয়তনের, অফিস হিসেবে ব্যবহৃত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১ BHK আবাসিক ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং এস ১)-এর ইকুইটেবল মর্টগেজ বা বন্ধক। সম্পত্তিটি মৌজা - রামনারায়ণ তালুক, জে.এল. নং ৪, তৌজি নং ১৫২৫, রাজস্ব সমীক্ষা নং ৮০১ / ২, পরগনা বালিয়া-র অন্তর্গত এটি সি.এস. খতিয়ান নং ১৯৪-এর অধীনস্থ সি.এস. দাগ নং ২৫৬/ ২৫৭-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির ঠিকানাঃ পৌর প্রাঙ্গণ ৭৪, লক্ষ্মী নারায়ণ মতিলাল রোড (ডাক ঠিকানাঃ ১৪ /৪, লক্ষ্মী নারায়ণ মতিলাল রোড), পো.অ. - সরসুনা, থানা - পর্ণশ্রী, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪। দলিল নং I -০৫৭৩৮১৪, তারিখ ০৪.০৭.২০১৪ বই নং I , খণ্ড নং ১৮, পৃষ্ঠা ৫৪৬৫-৫৪৯৬। এই সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স ডে নাইট সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যালাইড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর। (পরিচালকবৃন্দ মি. কাইয়ুম আলী ও মিসেস নাসিমা বেগম)। অবস্থানঃ অক্ষাংশ - ২২.৪৮৯৮৯, দ্রাঘিমাংশ ঃ ৮৮.৩০৩০২।	ক) ২১.১১.২০২৪ খ) ৩১.১০.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ১৫,১৮,৯৭৫.২৮ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ২৩.০২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (এসিজেএম অর্ডার গৃহীত হয়েছে) ঙ) সায়ন সরকার (মোবাইল) ৮২৪০৬ ১০৯২৫	ক) ৮,৯৭,০০০.০০ টাকা খ) ৮৯,৭০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই
৪.	শাখাঃ গড়িয়া (০১৪৩২০) **পঙ্কজ কুমার নস্কর এবং অনামিকা নস্কর,** তারারাত ধামুয়া, মগরাহাট, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৬১০। অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ 0143300043087 সম্পত্তি আইডিঃ PUNBPANKAJN001	তারারাত গ্রাম, ধামুয়া, ডাকঘর - ধামুয়া (ধামুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন), ধামুয়া রেল স্টেশনের সন্নিকটে, থানা - মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা-য় অবস্থিত, রূপান্তরিত বাস্তু জমি এবং দোতলা অসম্পূর্ণ ভবনের সম্পূর্ণ অংশ ও পার্সেল যার নিচতলায় ০৫টি দোকান রয়েছে। জমির মোট পরিমাপ প্রায় ৪.৫০ ডেসিমেল। মৌজা - শ্যামপুর, পরগনা - বারিধাটি, জে.এল. নং - ৪৩, তৌজি নং - ১৫৬, আর.এস. খতিয়ান নং - ৫৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং - ৭৩৭১ এবং আর.এস. দাগ নং - ৯৭০৫। ২০১৩ সালের I-০১৫৯৭ সংখ্যক দানপত্র দলিল হিসেবে এটি এ.ডি.এস.আর. - মগরাহাট অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত যা বহি নং-১, সিডি ভলিউম নং-৫, পৃষ্ঠা ১৭৯৯ থেকে ১৮০৯-এ নথিবদ্ধ রয়েছে (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)। **সম্পত্তির মালিকঃ শ্রী পঙ্কজ কুমার নস্কর।** সম্পত্তির চারপাশের সীমানা বা চৌহদ্দি যথাযথভাবে নিম্নরূপঃ উত্তর - পঙ্কজ কুমার নস্কর, দক্ষিণ - ১০ ফুট চওা রাস্তা, পূর্ব - সমরে ঃদ্র পুরকাইত, পশ্চিম - মানিক মণ্ডল। অবস্থান ঃ অক্ষাংশ ২২.২৮৭৪২, দ্রাঘিমাংশ ঃ ৮৮.৩৮৯১৯	ক) ২৬.০৭.২০২৩ খ) ৩০.০৬.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ১৫,২৭,৮৫১.২৮ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ০২.১১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার গৃহীত হয়েছে) ঙ) প্রসেনজিত চৌধুরী (মোবাইল) ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ১৬,৫২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬৫,২০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই
৫.	শাখাঃ রায় বাহাদুর রোড (০৯৯০২০) **তনুশ্রী গুপ্তা ও জিতেন্দ্র গুপ্তা** ৮৩ /২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১৩০, বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ৭০০ ০৩৪। অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ 0990300500007 সম্পত্তি আইডিঃ PUNBTANUSREEGUPTA	তৃতীয় তলার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ১১৩০ বর্গফুট (কম-বেশি)। ফ্ল্যাটটিতে ৩টি শোবার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ২টি শৌচাগার, ১টি খাবার ও বসার ঘর এবং ৩টি প্রলম্বিত বারান্দা রয়েছে এর সাথে নিচতলার মধ্যবর্তী অংশে ১২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ আয়তনের একটি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাও অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি দাগ নং ১৩৮, খতিয়ান নং ৩১১, জে.এল. নং ১২, তৌজি নং ৮, মৌজা - সাযাদপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, বরো নং XIII-এর অন্তর্গত এবং কেএমসি প্রাঙ্গণ নং ১৯৭ / ৪, মতিলাল গুপ্ত রোড, কলকাতা ৭০০ ০৮২, থানা - হরিদেবপুর ঠিকানায় অবস্থিত। **মালিকঃ জিতেন্দ্র গুপ্ত ও তনুশ্রী গুপ্ত।** অবস্থান ঃ অক্ষাংশ -২২.৪৮৫৫৪০, দ্রাঘিমাংশ - ৮৮.৩৩০৭২০।	ক) ১৯.০৩.২০২৪ খ) ২৯.০২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৩০,৪৪,৮৩২.০০ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ২৯.০৭.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার গৃহীত হয়েছে) ঙ) সায়ন সরকার (মোবাইল) ৮২৪০৬ ১০৯২৫	ক) ২৫,০২,০০০.০০ টাকা খ)২,৫০,২০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) এসএ / ৭৯৫ / ২০২৪

শর্তাবলীঃ
এই বিক্রয়টি 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২'-এ বর্ণিত শর্তাবলী এবং নিম্নোক্ত অতিরিক্ত শর্তসমূহের অধীন হবে।
১. সম্পত্তিগুলো যে অবস্থায় যেখানে আছে , যে অবস্থায় যা আছে এবং যা কিছু আছে -এই ভিত্তিতে বিক্রয় করা হচ্ছে।
২. উপরে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত জামানতকৃত সম্পদসমূহের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি, ভুল তথ্য বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না।
৩. এই বিক্রয় কার্যক্রমটি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।
৪. যে ক্রেতা তাঁর নিলাম প্রস্তাবে সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য প্রস্তাব করবেন, তাঁর অনুকূলেই বিক্রয়টি নিশ্চিত করা হবে তবে এই নিশ্চিতকরণটি জামানতগ্রহীতা -এর চূড়ান্ত অনুমোদনের অধীন হবে।
৫. বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং www.pnb.bank.in ওয়েবসাইট দুটি দেখুন।
৬. সম্পত্তির বিপরীতে কোনো প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া বা পাওনার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না। যেকোনো প্রকার কর বা শুল্ক পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়ভার একমাত্র ক্রেতারই থাকবে।

For Registration, Scan QR

তারিখঃ ২৩ ।০৪ ।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

অথোরাইজড অফিসার (৯৮৩১৭ ৭৮৭৭৪)
পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক